রপ্তানি বৃদ্ধি জাতির সমৃদ্ধি

Export Promotion Bureau
Bangladesh

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

টিসিবি ভবন (২য়, ৫ম ও ৯ম তলা)
১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোনঃ ৮৮-০২-৯১৪৪৮২২-৪, ৮১৮০০৮৭, ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯১১৯৫৩১
ই-মেইল: info@epb.gov.bd, ওয়েব সাইট: www.epb.gov.bd

মুদ্রণঃ বর্ষা (প্রাঃ) লিঃ, ৮/৩, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, মোবাইলঃ ০১৭১৯-০৮৯২৭৯

রপ্তানি নির্দেশিকা

Export Promotion Bureau
Bangladesh

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
বাংলাদেশ

রপ্তানি নির্দেশিকা

Export Promotion Bureau
Bangladesh

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

রপ্তানি বৃদ্ধি জাতির সমৃদ্ধি-এ লক্ষ্যে দেশের রপ্তানি উন্নয়নে সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কাজ করছে। রপ্তানি পণ্যের তালিকায় নতুন নতুন পণ্যের সংযোজন ও রপ্তানিকারক সৃষ্টির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিবিধ কর্মসূচী ও সেবা প্রদান করে থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবেশের জন্য একদিকে যেমন বিশ্ববাজার সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন অপরদিকে প্রয়োজন রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও নব্য রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক রপ্তানি নির্দেশিকা বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বইটিতে একজন নতুন রপ্তানিকারকের জন্য রপ্তানি বাণিজ্যে করণীয়, তথ্য সংগ্রহ, রপ্তানি লাইসেন্স তৈরীকরণ, সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা, শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি ও বাংলাদেশ হতে বিশ্ববাজারে রপ্তানিকৃত পণ্যের তালিকা সন্নিবেশন করা হয়েছে। একজন নতুন রপ্তানিকারককে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি রপ্তানি বাজারে যারা ইতোমধ্যে প্রবেশ করেছেন তারাও এই বইটির মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মাঝে রপ্তানি নির্দেশিকা বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছুটা ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তথাপি বইটি রপ্তানিকারক, রপ্তানি সহায়ক প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভবিষ্যতে বইটির গুণগতমান আরো বৃদ্ধি ও তথ্যগত সমৃদ্ধির বিষয়ে গঠনমূলক সমালোচনা ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

মাফরূহা সুলতানা
ভাইস-চেয়ারম্যান

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশক

রাষ্ট্রীয় নাম	ঃ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
অবস্থান ও সীমানা	ঃ	ভারত, বঙ্গোপসাগর ও মায়ানমার বেষ্টিত দক্ষিণ এশিয়ায়
সরকার	ঃ	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার
মোট আয়তন	ঃ	১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ
জনসংখ্যা (২০১৩-২০১৪ সালের প্রাক্কলিত)	ঃ	১৫৫.৮ মিলিয়ন।
সাক্ষরতার হার	ঃ	৫৭.৯% (২০১০,৭ বছর+)
স্থানীয় সময়	ঃ	গ্রিনিচ মীন টাইম + ৬ ঘন্টা
মুদ্রার বিনিময় হার	ঃ	১ মার্কিন ডলার = ৭৮.০০ টাকা ১ ইউরো = ৮৬.০০ টাকা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়
অফিসিয়াল ভাষা	ঃ	বাংলা ও ইংরেজি।
আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	ঃ	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট
সমুদ্র বন্দর	ঃ	চট্টগ্রাম ও মংলা
জিডিপি'র হার (২০১৪-২০১৫)	ঃ	৭.১১%
মোট রপ্তানি (২০১৪-২০১৫)	ঃ	৩১.২১ বিলিয়ন ইউএস ডলার
মোট আমদানী (২০১৪-১৫)	ঃ	৪০.৬৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার
রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার (২০১৪-২০১৫)	ঃ	৩.৩৯%
জিডিপি'তে রপ্তানির অবদান (২০১৪-২০১৫)	ঃ	১৬.০৪%
আমদানী বিল পরিশোধে রপ্তানির অবদান	ঃ	৭৬.৮০%
প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য	ঃ	তৈরী পোষাক (নীট ও ওভেন), হিমায়িত খাদ্য (চিংড়ি ও মাছ), চামড়া, ফুটওয়্যার ও চামড়াজাত দ্রব্য, সফটওয়্যার ও আইটি সার্ভিস, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, কৃষিজাত পণ্য, চা, সিরামিকস, টেক্সটাইল ফেব্রিক্স, হোম টেক্সটাইল, রাসায়নিক দ্রব্য, হালকা প্রকৌশলজাত দ্রব্য, বাই- সাইকেল, হস্তশিল্প, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য প্রভৃতি।
প্রধান প্রধান গন্তব্যস্থল	ঃ	ইউএসএ, ইইউভুক্ত দেশসমূহ, চীন, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, হংকং, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সৌদিআরব, ইউএই প্রভৃতি।

১. রপ্তানি কেন?

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান উপায় হল রপ্তানি বাণিজ্য। রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি সঞ্চারিত হয়। তাই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আমদানী ব্যয় নির্বাহের জন্য বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয় যা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য সুখকর কোন বিষয় নয়। তাই বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা পরিহার করে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. রপ্তানি সমৃদ্ধির চাবিকাঠিঃ

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ছাড়াও রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো হলোঃ

দেশে বিভিন্ন খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি;
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের যোগ্যতা অর্জন;
বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের পরিচিতি;
বাজার সম্প্রসারণের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস;
অধিক কর্মসংস্থান;
দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
টেকনোলজি ও গবেষণার ক্ষেত্র উন্নয়ন;
বিদেশের বাজারে লেন-দেন ক্ষমতা ও সুনাম বৃদ্ধি;
প্রান্তিক পর্যায়ে দেশের উন্নয়ন;
পণ্যের তালিকায় নতুন পণ্যের সংযোজন;
দেশীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে রক্ষা;

এক কথায় রপ্তানিই হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা, সমৃদ্ধি ও উন্নতির চাবিকাঠি।

৩. রপ্তানিকারক হিসেবে আপনার করণীয় বিষয়সমূহঃ

রপ্তানিকারক হতে হলে প্রথমে আমদানী ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে নাম নিবন্ধন করতে হবে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী "রপ্তানি রেজিস্ট্রেশন" ব্যতীত কোন ব্যবসায়ী - প্রতিষ্ঠান রপ্তানি করতে পারে না।

রপ্তানি নিবন্ধন সনদ গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ছকে দরখাস্ত করতে হয়। নির্ধারিত ছক যথাযথভাবে পূরণ করে আপনার নিকটস্থ আমদানী ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

৪. রপ্তানি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ইআরসি) গ্রহণের জন্য ছক

১। প্রতিষ্ঠানের নাম (স্পষ্ট অক্ষরে) ঃ
২। ক) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ
খ) টেলিফোন নম্বর/মুঠোফোন নম্বর ঃ
গ) ফ্যাক্স নম্বর ঃ
ঘ) ই-মেইল নম্বর ঃ
৩। প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানাধীন, অংশীদারী নাকি লিমিটেড কোম্পানী ঃ
৪। মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ঃ
ক) নাম ঃ
খ) পিতার নাম ঃ
গ) বর্তমান আবাসিক ঠিকানা ঃ
ঘ) টেলিফোন নম্বর/মুঠোফোন নম্বর ঃ
ঙ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ
৫। ক) মালিক/ অংশীদারগণ/ পরিচালকগণ সকলেই বাংলাদেশী নাগরিক কিনা ঃ
খ) বিদেশী শেয়ার থাকলে তার শতকরা হার ঃ
৬। মনোনীত ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা ঃ
৭। ট্রেড লাইসেন্স নম্বর, তারিখ ও তার মেয়াদ ঃ
৮। যে চেম্বার /এসোসিয়েশনের সদস্য তার নাম ও ঠিকানা ঃ
৯। বাংলাদেশ সরকারের বা রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার অংশীদারীত্ব আছে কিনা, থাকলে তার শতকরা হার কত? ঃ
১০। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য ফি জমাকরণ সম্পর্কিত ট্রেজারীর নাম, চালান নম্বর, তারিখ ও টাকার অংক (রেজিস্ট্রেশন ফি ৩,০০০/- এবং নবায়ন ফি ২,০০০/-) ঃ

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক এবং আমার এই সেট অব ডাইরেক্টরের নামে আর কোন রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র নাই।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল

দ্রষ্টব্যঃ আবেদন পত্রের সাথে যে সকল দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি।
খ) স্বীকৃত চেম্বার/এসোসিয়েশন হতে বৈধ মেম্বারশিপের সার্টিফিকেট।
গ) উপরে ১০ নম্বর কলামে উল্লিখিত ট্রেজারী চালানের মূল কপি;
ঘ) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড অংশীদারী দলিলের সত্যায়িত কপি;
ঙ) লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, মেমোরেন্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন (সংঘ স্মারক) আর্টিকেল্‌স অব এ্যাসোসিয়েশন (সংঘ লিপি) এর সত্যায়িত কপি;

৫. রপ্তানির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জন্য আপনি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন

রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ই.আর.সি) পাওয়ার পর আপনার নিকটস্থ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। জাতীয় রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আপনার সেবায় নিয়োজিত। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আপনাকে নিম্নলিখিত সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারেঃ

* বিদেশী ক্রেতা/উৎসাহী ক্রেতাদের তালিকা সরবরাহ করা;
* আপনার পণ্যের জন্য বিদেশের বাজার অনুসন্ধান ও অনুসন্ধানের ফলাফল জানানো;
* বিদেশের বাজারে আপনি যে সকল পণ্য রপ্তানি করতে চান সে সকল পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা;
* আপনার পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর করার জন্য বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুবিধাসহ দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* ব্যবসা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধানের জন্য বিদেশে মার্কেটিং মিশনে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া;
* আপনার উৎপাদন সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;
* অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিবহনের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
* রপ্তানির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার তথ্য প্রদান;
* রপ্তানি নীতিতে প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রপ্তানিকারককে অবহিতকরণ;

৬. সফল রপ্তানিকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আপনার করণীয়

* আপনার পণ্যের বিবরণ,নমুনার সর্বনিম্ন এফওবি ভিত্তিক রপ্তানি মূল্য জ্ঞাত করণ;
* আমদানীকারকদের অনুসন্ধানের ত্বরিৎ জবাব দান;
* প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করুন;
* ব্যবসায়ের নীতিমালা পুরোপুরি মেনে চলুন;
* ব্যবসায়ের শর্তাবলীতে লেনদেন পদ্ধতি, যা আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য তা পরিস্কার ও নির্ভুল ভাষায় জানান;
* অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক পণ্যের জাহাজীকরণ নিশ্চিতকরণ;
* ক্রেতার সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলুন।

মনে রাখবেন, রপ্তানিকারক হিসেবে আপনার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে ক্রেতার সন্তুষ্টির উপর।

৭. এক্সপোর্ট ডকুমেন্টেশন (রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদি)

রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ডকুমেন্টসমূহ সঠিকভাবে তৈরী এবং দাখিল করার উপর ব্যবসায়িক চুক্তির বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। অপরদিকে ডকুমেন্টসমূহ সঠিকভাবে তৈরী করা না হলে সময়মতো পণ্যের দাম না পাওয়াসহ নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণতঃ রপ্তানি পণ্য শিপমেন্টের আগে নিম্নলিখিত ডকুমেন্টসমূহ দাখিল করতে হয়ঃ

ক) রপ্তানি চুক্তির অনুলিপি;
খ) ঋণপত্রের অনুলিপি;
গ) এক্সপোর্ট ফরম;
ঘ) ইনভয়েস;
ঙ) প্যাকিং লিস্ট;
চ) বিল অব লেডিং অথবা এয়ারওয়ে বিল;
ছ) সার্টিফিকেট অব অরিজিন;
জ) বিল অব এক্সপোর্ট।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট দাখিল করতে হয়

ক) স্যানিটারী এবং ফাইটো স্যানিটারী (sanitary & phytosanitary) সার্টিফিকেট;
খ) কোয়ালিটি কন্ট্রোল সার্টিফিকেট;
গ) জিএসপি/সাফটা/আপটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ঘ) ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট;
ঙ) যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে USFDA এর সহিত নিবন্ধন সনদ।

তৈরী পোশাক রপ্তানি ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়

–ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির ক্ষেত্রে ইপিবি থেকে সার্টিফিকেট অব অরিজিন, জিএসপি সার্টিফিকেটের প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রপ্তানি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কি ধরণের এবং কয়টি ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে সে সম্পর্কে ঋণপত্রে উল্লেখ থাকে, যার উপর পরবর্তীতে বিলসমূহের নেগোসিয়েশন নির্ভর করে।

৮. রপ্তানিকারক হিসেবে আপনি কি কি বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন

রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য সরকার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছেন। প্রয়োজনবোধে এ সকল সুযোগ সুবিধার পরিধি বাড়াতে সরকার আগ্রহী। রপ্তানিকারক হিসেবে এ সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আপনি একদিকে যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সাধন করতে পারেন; অপরদিকে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার গৌরব অর্জন করতে পারেন।

০৯. রপ্তানির প্রধান প্রধান সাধারণ সুযোগ- সুবিধা (রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ থেকে সংকলিত)

৯.১ রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহারঃ

৯.১.১ রপ্তানিকারক রপ্তানি আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাদের রিটেনশন কোটায় বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখতে পারেন, যার পরিমাণ সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করবে। বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি দ্বারা প্রকৃত ব্যবসায়িক ব্যয় (bonafide business expenses) যেমন ব্যবসায়িক ভ্রমণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, বিদেশে অফিস স্থাপন ও পরিচালন, উৎপাদন উপকরণাদি/মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি প্রভৃতি নির্বাহ করতে পারবে। এ চাড়াও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত আবশ্যিকব্যয় হিসেবে বিদেশস্থ বিপণন প্রতিনিধির পারিশ্রমিক কিংবা বিদেশী এজেন্টের কমিশন রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি দ্বারা নির্বাহ করা যাবে।

৯.২ রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলঃ

ইপিবিতে একটি রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) রয়েছে। এ তহবিল থেকে রপ্তানিকারকদেরকে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়:

৯.২.১ পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান;

৯.২.২ পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরী পরামর্শ এবং সেবা ও প্রযুক্তি গ্রহণ সহায়তা প্রদান;

৯.২.৩ বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;

৯.২ রপ্তানি অর্থ সংস্থানঃ

৯.২.১ রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (Export Promotion Fund-EPF বা Export Development Fund-EDF) থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। EDF Fund এর অর্থ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির ব্যবস্থা;

৯.২.২ তৈরী পোশাক ছাড়াও অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা দেয়ার উদ্যোগ; এবং

৯.২.৩ রপ্তানি উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল মেশিনারীজ ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান;

৯.৩ রপ্তানি ঋণঃ

৯.৩.১ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্র (irrevocable letter of credit) অথবা নিশ্চিত চুক্তির (confirmed contract) অধীনে রপ্তানিকারকগণ যাতে ঋণপত্র অথবা চুক্তিতে বর্ণিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ ঋণ পেতে পারে, এ বিষয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবে;

৯.৩.২ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্রের অধীনে সাইট-পেমেন্টের ভিত্তিতে যদি পণ্য রপ্তানি করা হয়, সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে প্রয়োজনীয় রপ্তানি দালিলপত্র জমা দেয়ার শর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারডিউ সুদ ধার্য করবে না;

৯.৩.৩ রপ্তানি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি "এক্সপোর্ট ক্রেডিট সেল" চালু করতে পারে। একইভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রপ্তানির অর্থ সংস্থানের জন্য "বিশেষ ক্রেডিট ইউনিট" স্থাপন;

৯.৩.৪ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন "রপ্তানি ঋণ মনিটরিং" থাকবে এবং কমিটি রপ্তানি ঋণের চাহিদা পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ প্রবাহ পর্যালোচনা ও মনিটর করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে এই "রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটি"র কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কমিটিতে শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯.৩.৫ "এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ECGS)" এর অনুরূপ ফান্ড গঠন করে তার আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানি প্রতিষ্ঠানকে যথাশীঘ্র আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া;

৯.৩.৬ অনুমোদিত ডিলার মূল ঋণপত্রের অধীনে স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু ব্যাক এলসি খুলতে পারবে;

৯.৩.৭ রপ্তানি ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের সুদের হার, এলসি কমিশন, বিবিধ সার্ভিস চার্জ, ব্যাংক গ্যারান্টি, কমিশন ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা;

৯.৩.৮ রপ্তানি শিল্পে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমই ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করার উদ্যোগ নেয়া;

৯.৪ রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধাঃ

৯.৪.১ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিবেচিত সকল শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দেয়ার বিষয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিবেচনা করবে।

৯.৫ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ঃ

৯.৫.১ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং এগুলো ব্যাংক-ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা;

৯.৫.২ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবশিষ্ট ২০% পণ্যের শুল্ক ও কর নিরূপণ পদ্ধতি সহজীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং শুল্ক ও কর পরিশোধের পর উক্ত ২০% পণ্য স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকরণের সুযোগ প্রদান;

৯.৫.৩ অধিকতর compliant হওয়ার জন্য রপ্তানিকারকদের কমপ্লায়েন্স সহায়ক যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য কম সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ প্রদান;

৯.৫.৪ Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের জন্য বিনা শুল্কে ইকুইপমেন্ট আমদানি এবং (ETP) প্লান্টে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য উপাদান আমদানিতে সহায়তা প্রদান করা হবে; সেন্ট্রাল (ETP) করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া;

৯.৫.৫ বিনা শুল্কে ফায়ার ডোর, অগ্নি নিয়ন্ত্রণ ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসহ অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি আমদানির সুযোগ প্রদান করা হবে;

৯.৫.৬ প্রধানত রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির ১০% খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতি ২ বছর অন্তর শুল্কমুক্ত আমদানির সুযোগ দেয়া; এবং

৯.৫.৭ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ অগ্রাধিকার ও জরুরি ভিত্তিতে সংযোগসহ সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.৬ আকাশপথে শাক-সব্জিসহ প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদানঃ

৯.৬.১ শাক-সব্জিসহ প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা দেয়ার বিষয়ে এয়ারলাইন্সসমূহ বিবেচনা করবে। তাছাড়া এ সকল পণ্য পরিবহনের জন্য কর্গো সার্ভিস চালু করা; ইত্যাদি।

১০. রপ্তানিকারকদের জন্য আমদানী নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ তে প্রদেয় সুযোগ সুবিধা

১০.১ দেশী-বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ও ১০০% বিদেশী উদ্যোগে স্থাপিত বা স্থাপিতব্য অনুমোদিত শিল্পের বিদেশী অংশীদারের মূলধন হিসাবে ক্যাপিটাল মেশীনারী ও যন্ত্রাংশ আমদানির সুযোগ;

১০.২ রপ্তানির উদ্দেশ্যে নতুন নতুন ডিজাইনের সামগ্রী উৎপাদনের সুবিধার্থে অথবা বিদেশী ক্রেতাদের পছন্দ অনুসারে স্থানীয়ভাবে মালামাল উৎপাদনের সুবিধার্থে প্রতি অর্থ বৎসরে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ও পারমিট ছাড়া বিনামূল্যে নমুনা আমদানির সুযোগ;

১০.৩ নগদ বৈদেশিক মুদ্রার অধীনে স্বাভাবিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করে নমুনা আমদানি ;

১০.৪ রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনবোধে নিষিদ্ধ বা শর্তযুক্ত দ্রব্যাদি মূল্য/পরিমাণ এর মধ্যে নমুনা হিসাবে আমদানি;

১০.৫ নিশ্চয়কৃত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে হোসিয়ারী ও নিটের পোশাক দ্রব্যাদি রপ্তানির জন্য বন্ডেড ওয়্যার হাইজ পদ্ধতির অধীনে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানির সুযোগ;

১০.৬ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যার হাউজের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি ;

১০.৭ বন্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত কেবল ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মোড়ক সামগ্রী রিভলভিং পদ্ধতিতে আমদানির সুযোগ;

১০.৮ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ক্রেতা/সরবরাহকারী কর্তৃক কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী জাহাজীকরণ;

১০.৯ বন্ডেড ওয়্যার হাউজ লাইসেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১০০% রপ্তানিমুখী অলংকার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ঋণপত্র খোলা ব্যতীত অনুমোদিত উপকরণ আমদানির সুযোগ;

১০.১০ বন্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত করোগেটেড কার্টন, থ্রেড, পলিব্যাগ, বাটার ফ্লাই, লেবেল, ইন্টারলাইনিং গামটেপ, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্যাদি, ফুটওয়্যার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ১০০% রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যার হাউজ এর আওতায় এস,ই,এম বা ক্যাশ এলসি পদ্ধতিতে আমদানির ব্যবস্থা ;

১০.১১ সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউজের আওতায় ১০০% রপ্তানিমুখী স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিল ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকে বারো মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রিভলভিং পদ্ধতিতে আমদানির সুযোগ;

১০.১২ ১০০% রপ্তানিমুখী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল পোষাকের নির্ধারিত আমদানিস্বত্ব অনুসারে আমদানি ;

১১. রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্যকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সমূহ

১১.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;
১১.২ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো;
১১.৩ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহ;
১১.৪ আমদানী ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর;
১১.৫ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
১১.৬ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন;
১১.৭ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ;
১১.৮ বাংলাদেশ সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ;
১১.৯ বাংলাদেশ ব্যাংক;
১১.১০ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক;
১১.১১ বাংলাদেশ বিমান;
১১.১২ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন;
১১.১৩ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন;
১১.১৪ বিদেশী জাহাজ কোম্পানীসমূহের স্থানীয় শিপিং এজেন্ট/ সিএন্ডএফ এজেন্ট; এবং
১১.১৫ শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহ/ট্রেড এসোসিয়েশনসমূহ।

১২. রপ্তানি বাণিজ্যে বর্জনীয় দিক

১২.১ বিদেশী ক্রেতাদের সংগে অসৌজন্যমূলক আচরণ সর্বদা পরিহার করবেন, কারণ এতে দেশের ক্ষতি ও ব্যক্তিগতভাবে আপনার ব্যবসায়িক সুনাম নষ্ট করতে পারে;

১২.২ চুক্তি অনুসারে পণ্য সরবরাহ করতে ভুলবেন না;
১২.৩ গৃহীত নমুনা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহের সময় পণ্যের মান সংরক্ষণে উদাসীন হবেন না;
১২.৪ ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনার সপক্ষে একান্ত গোপন তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করবেন না;
১২.৫ ব্যবসায়িক জ্ঞানার্জনে কোন ব্যক্তির বা সংস্থার সদুপদেশ উপেক্ষা করবেন না;
১২.৬ ব্যবসা পরিচালনায় দেশের প্রচলিত আইন অমান্য, উপেক্ষা কিংবা অপপ্রয়োগ করবেন না;
১২.৭ ব্যবসায়ে সাময়িক ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগের স্বার্থে ভারসাম্যহীন দর প্রদান করে ব্যবসায়িক নৈতিকতা খর্ব করবেন না;
১২.৮ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণকালে ক্রেতাদের সংগে এমন কোন আচরণ করবেন না, যা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে;
১২.৯ ব্যবসায়িক লেনদেন এমন কোন উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না, যা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হয়; এবং
১২.১০ কোন অবস্থাতেই দুর্নীতির আশ্রয় নেবেন না, কারণ সর্বশেষ বিশ্লেষণে তা আপনার এবং দেশের মঙ্গল সাধন করে না। রপ্তানি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে যোগাযোগ করুন।

১৩। রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্যতালিকা (রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এর আলোকে)

১৩.১ সয়াবিন তেল, পাম অয়েল।
১৩.২(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথাঃ ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, লুব্রিক্যান্ট অয়েল, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) ব্যতিরেকে সকল পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য। তবে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাদের হিসাবের পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

(খ) রপ্তানি নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ব্যতীত ব্যক্তিগত মালামালের অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশ তৈরী ২০০ (দুই শত) মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য কোন যাত্রী বিদেশে যাওয়ার সময় একোম্প্যানিড ব্যাগেজে সংগে নিতে পারবেন। এরূপে বিদেশে নেয়া পণ্যের বিপরীতে

শুল্ক কর প্রত্যর্পণ/সমন্বয়, ভর্তুকি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে না।

১৩.৩ পাটবীজ ও শনবীজ।

১৩.৪ গম।

১৩.৫ চাল (সরকার হতে সরকার পর্যায়ে চাল এবং সুগন্ধি চাল ব্যতীত)।

১৩.৬ ২০১২ সালের বণ্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ২৯ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি–
(ক) বহির্গমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোন পথে;
(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং
(গ) লাইসেন্স ব্যতীত–
কোন বণ্যপ্রাণী বা তার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা তার অংশ বা তা হতে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি বা পুনঃরপ্তানি করতে পারবেন না।

১৩.৭ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ।

১৩.৮ তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

১৩.৯ পুরাতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু।

১৩.১০ মনুষ্যকঙ্কাল, রক্তের প্লাজমা অথবা মনুষ্য অথবা রক্ত দ্বারা উৎপাদিত অন্য কোন সামগ্রী।

১৩.১১ সকল প্রকার ডাল (প্রক্রিয়াজাত ডাল ব্যতীত)।

১৩.১২ চিল্ড, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত অন্যান্য চিংড়ি।

১৩.১৩ পেঁয়াজ, রসুন ও আদা।

১৩.১৪ হরিণা ও চাকাসহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতির PUD, Cooked চিংড়ি ছাড়া 71/90 Count বা তার চেয়ে ছোট আকারের সামুদ্রিক চিংড়ি।

১৩.১৫ বেত, কাঠ ও কাঠের গুড়ি/স্থূল কাষ্ঠ খণ্ড (এই সব দ্বারা প্রস্তুতকৃত হস্ত শিল্প সামগ্রী ব্যতীত)। তবে বনশিল্প কর্পোরেশন এর রাবার কাঠ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত ফার্নিচার শিল্পের উপাদান হিসেবে রপ্তানি করা যাবে যা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত ফার্নিচার শিল্পসমূহকে বর্ণিত কাঠ দিয়ে প্রস্তুতকৃত ফার্নিচার রপ্তানির হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

১৩.১৬ সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা।

১৩.১৭ কাঁচা, ওয়েট-ব্লু চামড়া।

১৪। শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি পণ্য তালিকা

১৪.১) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার–কাফকো ব্যতীত অন্যান্য ফ্যাক্টরীগুলিতে প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া ফার্টিলাইজার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাবে।

১৪.২) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, গান, নাটক, ছায়াছবি, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ফর্মে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে।

১৪.৩) প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথাঃ- ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল,বিটুমিন, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে। তবে কোন প্রকার শর্ত ব্যতিরেকে লুব্রিকেটিং অয়েল রপ্তানি করা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে রপ্তানি পরিমাণ বিষয়ক তথ্য অবগত করতে হবে।

১৪.৪) রাসায়নিক অস্ত্র (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ২০০৬ এর তফসিল ১, ২ ও ৩ এ বর্ণিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি উক্ত আইনের ৯ ধারার বিধান মোতাবেক রপ্তানি নিষিদ্ধ বা রপ্তানিযোগ্য হবে।

১৪.৫ চিনি।

১৪.৬ ইলিশ মাছ।

১৪.৭ সুগন্ধি চাল।

১৪.৮ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত খামারে উৎপাদিত কুমিরের কাঁচা চামড়া ও মাংস পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি/অনাপত্তির ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানির অনুমতি প্রদান করবে।

১৫. রপ্তানি উন্নয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা

দেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উপর অর্পণ করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পাবলিক প্রাইভেট/পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করে এবং প্রণীত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যাবতীয় কর্মকান্ড আটটি বিভাগ/সেল এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ছয়টি বিভাগ হচ্ছে ঃ

১। নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ;

২। পণ্য উন্নয়ন বিভাগ;

৩। তথ্য বিভাগ;
৪। মেলা ও প্রদর্শনী বিভাগ;
৫। প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ এবং
৬। বস্ত্র বিভাগ।

১। নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগঃ

নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগে চারটি শাখা রয়েছেঃ
ক) নীতি শাখা খ) আইটিও শাখা গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন সেল ও ঘ) জিএসপি শাখা ঙ) পরিসংখ্যান শাখা।

ক. নীতি শাখা

নীতির শাখার প্রধান কাজ হচ্ছে রপ্তানি নীতি প্রণয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করা। রপ্তানি নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, চেম্বার, ট্রেড এসোসিয়েশন এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নিকট থেকে প্রস্তাব আহবান করে থাকে। প্রাপ্ত প্রস্তাবাবলী/সুপারিশসমূহ খোলামেলা আলোচনাপূর্বক এর মধ্য থেকে যথার্থ প্রস্তাব/সুপারিশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ এফবিসিসিআই, বিভিন্ন চেম্বার, ট্রেড এসোসিয়েশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে ব্যুরো কতিপয় সভা আয়োজন করে। পরবর্তীতে এ সকল সভায় গৃহীত প্রস্তাব/সুপারিশসমূহ প্রণীতব্য রপ্তানি নীতিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও, এ শাখা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে খসড়া ব্রীফ প্রণয়ন করে থাকে।

খ. আইটিও শাখা

আইটিও শাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ডব্লিউটিও/আঙ্কটাড (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র), ইউরোপীয়ান কমিশন, কমনওয়েলথ সচিবালয়, এসকাপ, এটিপিএফ সচিবালয়-টোকিও-জাপান, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, জাইকা এবং জেবিআইসি'র সাথে রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। তাছাড়া আইটিও শাখা অন্যান্য বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা যেমনঃ জেট্রো, জিআইজেড, কোটরা, সিবিআই, সিডা, সিপ্পো এবং আইটিপিও এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এটিপিএফ সদস্যভুক্ত ২৪টি দেশের বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থার

সহিত প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করে থাকে। এছাড়া ব্যুরো প্রতি বছর এটিপিএফ এর ওয়ার্কিং লেভেল এবং বার্ষিক সভায় যোগদান করে থাকে।
আইটিও শাখা থেকে বাণিজ্য বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে আলোচনা, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকী করা হয়। বাংলাদেশে আগত বিদেশী বাণিজ্য মিশনের কার্যাবলী সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে।

গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন সেল

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মানব সম্পদ উন্নয়ন (এইচআরডি) সেল রপ্তানিকারক ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ববাণিজ্যের গতি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর (এনইটিপি) আওতায়/ কর্মশালা আয়োজন করে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন এবং ডব্লিউটিও প্রবর্তিত নীতিমালা বিশ্ব বাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই সর্বাধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি, ফলপ্রসূ বিপণন কলাকৌশল এবং তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনের জন্য দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলা অপরিহার্য।
এছাড়াও স্থানীয় ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের রপ্তানি রীতি-নীতি ও কলাকৌশল, বাজার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দলিলাদি প্রণয়ন পদ্ধতি, রপ্তানি বাজারের সর্বশেষ তথ্যাবলী এবং রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তোলা একান্ত আবশ্যক। এ সব লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়তার জন্যই এইচ আর ডি সেল জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।
সেমিনার/কর্মশালা অধিকতর কার্যকর, ফলপ্রসূ এবং সময়োপযোগী করার জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণে দেশের বিভিন্ন চেম্বার/এসোসিয়েশনের পরামর্শ গ্রহণ করা ছাড়াও রপ্তানিকারকদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অধিকাংশ কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট চেম্বার/এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়ে থাকে। অনুষ্ঠেয় সেমিনারে শীর্ষ স্থানীয় চেম্বার প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও খ্যাতিমান সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা এবং ব্যুরোর অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে থাকে। সেমিনারে গৃহীত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য ব্যুরো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা রাখার প্রয়াস চালায়, অন্য দিকে এ সকল কর্মসূচীতে দেশের

প্রতিষ্ঠিত ও নবাগত রপ্তাণীকারকদের অংশগ্রহণে মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ঘ. পরিসংখ্যান ও গবেষণা শাখা

পরিসংখ্যান ও গবেষণা শাখা দেশের রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন করে থাকে। পণ্য, দেশ, মিশন এবং অঞ্চল-ভিত্তিক পরিসংখ্যান মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, নয়মাসিক এবং বাৎসরিক আকারে সংকলন করা হয়। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দেশের বিভিন্ন শুল্ক স্টেশন হতে রপ্তানি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। রপ্তানি বিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন চেম্বার, ট্রেড এসোসিয়েশন, নিউজ মিডিয়া এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হয়।

পণ্যভিত্তিক এবং মিশনওয়ারী রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার ব্যাপারে পরিসংখ্যান ও গবেষণা শাখা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। পরিসংখ্যান শাখা কর্তৃক সংকলিত পরিসংখ্যান রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, রপ্তানি বৃদ্ধির কলাকৌশল নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকরী অবদান রেখে থাকে।

২। পণ্য উন্নয়ন বিভাগ

বেসরকারি খাতের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পণ্য উন্নয়ন বিভাগ রপ্তানিকারকদের দৈনন্দিন রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সমাধানে কাজ করে থাকে। এ বিভাগ রপ্তানি পণ্যের মান, বাজারজাতকরণ এবং গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে পরমার্শ প্রদান করে। বিদেশে রপ্তানি বিপণন মিশন প্রেরণ এবং বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের আমদানী বৃদ্ধির জন্য বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আগত বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এই বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশী পণ্যের নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান বাজার সুসংহত করার জন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনসমূহকে এ বিভাগ নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করে। এ ছাড়া বিদেশী আমদানীকারক ও বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা পণ্য উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব।

পণ্য উন্নয়ন বিভাগ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশের খ্যাতনামা রপ্তানিকারকদের মধ্যে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তাছাড়া হস্তশিল্পজাত পণ্য খাতে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) হতে ঋণ প্রদান করা হয়। এ বিভাগ অঞ্চলভিত্তিক সম্ভাবনাময় পণ্যের উৎপাদন এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "এক জেলা এক পণ্য" উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বের বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা, আমদানীকারক এবং

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণিজ্য অনুসন্ধানসমূহ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট চেম্বারসমূহ, ব্যবসায়িক সমিতি এবং শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারকদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে।

এ বিভাগ সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা, উৎপাদন ও রপ্তানি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং এর প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ও আর্থিক কারিগরী সুযোগ-সুবিধার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে।

৩। তথ্য বিভাগ

তথ্য বিভাগের দুইটি শাখা রয়েছে ঃ
(ক) প্রকাশনা শাখা (খ) বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র (টিআইসি)

ক. প্রকাশনা শাখা

বিদেশে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর ও ব্যাপক প্রচারণার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা মুদ্রণ করে থাকে। এ সকল প্রকাশনা ব্যুরোর তথ্য বিভাগের প্রকাশনা শাখা থেকে মুদ্রণ করা হয়। মুদ্রিত প্রকাশনা বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাসমূহ, ব্যুরো কর্তৃক অংশগ্রহণকৃত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রদর্শন, রপ্তানিপণ্য ভিত্তিক সমিতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাসমূহ, চেম্বার অব কমার্স, সেক্টর কর্পোরেশন এবং প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে ইস্যুকৃত বিভিন্ন সার্টিফিকেটের ফরমও প্রকাশনা শাখা থেকে মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।

খ. বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র (টিআইসি)

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র (টিআইসি) দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত করতে তথ্য সরবরাহ করে। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্রটি বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধাসহ 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স ও নলেজ' হিসাবে কাজ করছে। রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, গবেষক, শিক্ষক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং সাংবাদিকগণ বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্রের নিয়মিত দর্শনার্থী এবং বিভিন্ন উন্নত সেবা পেতে টিআইসি নিয়মিত ভাবে পরিদর্শন/ব্যবহার করে থাকেন।

টিআইসি সেবাসমূহঃ

ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার সেবা
ম্যাগাজিন/সাময়িকী/পত্রিকা ও বইয়ের বিশাল সম্ভার
ট্রেড ইনকোয়েরী বিষয়ক হ্যান্ডআউট প্রকাশ
বাণিজ্য জিজ্ঞাসা/চাহিদা সম্পর্কিত তাৎক্ষণিক জবাব প্রদান
পণ্য ও দেশভিত্তিক রপ্তানিকারক ও আমদানীকারদের তালিকাসমূহ সংগ্রহ এবং তা সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ
রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন তথ্য প্রদান
ইপিবি ওয়েবসাইটে এক্সপোর্ট ডিরেক্টরী ডাটাবেজ স্থাপন
রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যসমূহের সিডি/ডিভিডি এর সংগ্রহ
লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে দ্রুত সেবা প্রদান
রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত দৈনিক পত্রিকার কাটিং সংরক্ষণ
রপ্তানিকারকদের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা প্রদান
ইপিবি ওয়েবসাইটে ট্রেড ইনফরমেশন সেন্টার সম্পর্কিত তথ্য প্রদান
আইটিসি মার্কেট অ্যানালাইসিস টুলস (ট্রেড ম্যাপ, প্রোডাক্ট ম্যাপ, মার্কেট অ্যাক্সেস ম্যাপ, ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট ম্যাপ ও ট্রেড কমপিটেটিভনেস ম্যাপ) সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম ।

৪। মেলা ও প্রদর্শনী বিভাগ

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের সহযোগিতায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সংগঠিত করে থাকে। এছাড়া বিদেশে একক বাণিজ্য মেলারও আয়োজন করে থাকে। এ সকল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অশংগ্রহণ ও একক প্রদর্শনী আয়োজনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের রপ্তানিকারকদের সরাসরি বাজারজাতকরণ বিষয়ে সহায়তা প্রদান। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত মেলাসমূহে রপ্তানিকারকগণ বিদেশী ক্রেতাদের নিকট তাদের পণ্য প্রদর্শন এবং ক্রেতাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ লাভ করে থাকে। প্রতি বছর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রায় ৩০টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি মেলায় অংশগ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্যের তাৎক্ষণিক ও সম্ভাব্য রপ্তানি আদেশ লাভ করে।

বাণিজ্য মেলার আয়োজন ছাড়াও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহে স্থাপিত প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিচালনায় দূতাবাস সমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা

দিয়ে থাকে। প্রদর্শনী কেন্দ্র সমূহ স্থাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য দর্শনার্থীদের নিকট বাংলাদেশী পণ্যের গুণাগুণ তুলে ধরা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে উল্লিখিত প্রদর্শনী কেন্দ্রের জন্য আর্থিক ও প্রদর্শনী সামগ্রী সরবরাহ করে সহায়তা প্রদান করা হয়।

৫। প্রশাসন শাখা

ব্যুরোর প্রশাসন বিভাগে দুটি শাখা রয়েছে ঃ
(ক) প্রশাসন শাখা (খ) অর্থ শাখা

ক. প্রশাসন শাখা

প্রশাসন শাখা থেকে ব্যুরোর যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন রপ্তানি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড উক্ত শাখা থেকে মনিটরিং করা হয়। তাছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা করাও এ শাখার কাজ। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সচিবালয় হিসেবে এ শাখা দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশ চায়না ফেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার এবং জাতীয় রপ্তানি হাউজ সংক্রান্ত কাজ এ শাখা সম্পাদন করে।

খ. অর্থ শাখা

অর্থ শাখা, ব্যুরোর সকল প্রকার আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে। প্রতিটি অর্থ বছরের জন্য ব্যুরোর বাজেট প্রণয়ন এ শাখার অন্যতম কাজ। এছাড়া এ শাখা থেকে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মনিটরিং এর কাজটি সম্পাদিত হয়।

গ.আই সি টি সেল

পণ্য উৎপাদন, বহুমুখীকরণ ও বিপণন কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে ডাটা প্রসেসিং ও সফটওয়্যার খাতের সম্ভাবনাময় রপ্তানি প্রতিষ্ঠানসমূহ যাদের রপ্তানি বাজার প্রবেশের জন্য পেশাগত দক্ষতা আছে কিন্তু সম্পূর্ণ মূলধন বিনিয়োগে অক্ষম এরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহকে ব্যুরোর আওতাধীনে গঠিত এক্সপোর্ট প্রমোশন ফান্ড (ই পি এফ) হতে কোন প্রকার কোল্যাটারেল ব্যতীত কেবলমাত্র নিশ্চিত রপ্তানি আদেশের (Confirmed Export Order) বিপরীতে ৪.৫% সরল সুদ ও ২.৫% সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন ঋণ (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হতে এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং অদ্যাবধি মোট ৫টি সফটওয়্যার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২,০৭,৫০,০০০ (দুই কোটি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।

আই সি টি সেল হতে 2 MBPS Full Duplex Broad Band সংযোগ সেবা অব্যাহত আছে এবং প্রায় ১০০টি কম্পিউটারে নেটওয়ার্কিং সহ LAN সুবিধা বিদ্যমান আছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। বাণিজ্যিক তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ওয়েব সাইট একটি অত্যন্ত কার্যকরী ও উন্মুক্ত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে রপ্তানি কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যুরোর একটি তথ্যবহুল আকর্ষণীয়, বর্ণিল ও সক্রিয় ওয়েব সাইট চলমান রয়েছে, যার ডোমেইন নেম www.epb.gov.bd। রপ্তানিকারকগণ ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ব্যুরোর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি ছাড়াও রপ্তানি নীতি, পরিসংখ্যান, বিভিন্ন পণ্য ভিত্তিক তথ্য, রপ্তানি ডাইরেক্টরী, বিভিন্ন প্রকাশনা ও বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে পারেন। ওয়েব সাইটের Trade Information Centre (TIC) নামক লিংক পেইজটি পরিদর্শনের মাধ্যমে ভিজিটরগণ রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে নানা তথ্যের বিষয়ে অবগত হতে পারেন। ওয়েব সাইটের বিজনেস কোয়ারী লিংক ব্যবহার পূর্বক রপ্তানিকারক/ আমদানীকারকগণ Online Trade Query এর মাধ্যমে পণ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৬। বস্ত্র বিভাগ

বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরী পোষাকসহ সকল প্রকার বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা বস্ত্র বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও কাস্টমস্ ইউনিয়ন কর্তৃক ঘোষিত প্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার স্কীম (জিএসপি স্কীম) এবং অন্যান্য আঞ্চলিক চুক্তির আওতায় তৈরী পোষাক ও বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানি সম্পর্কিত বিষয় সমূহ এই বিভাগ প্রতিপালনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। প্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার অধীনে বস্ত্র বিভাগ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮টি দেশসহ জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, †ejviæk,এবং তুরস্কের জন্য সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরম-এ (জিএসপি সার্টিফিকেট) ইস্যু করা হয়। এ ছাড়া চীন ও রিপাবলিক অব কোরিয়া প্রদত্ত প্রেফারেন্সিয়াল মার্কেট এক্সেস স্কীমের আওতায় এই দুটি দেশে বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানির বিপরীতে সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা হয়। এ সকল দেশে জিএসপি স্কীমের আওতায় সংশ্লিষ্ট রুলস্ অব অরিজিন শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশ থেকে ঐ সকল দেশের আমদানীকারক বস্ত্র সামগ্রী বিনা শুল্কে আমদানীর সুবিধা ভোগ করে থাকে।

এছাড়া বস্ত্র বিভাগ তৈরী পোষাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য নতুন নিবন্ধন প্রদান ও নিবন্ধন সনদ নবায়নের কার্য সম্পাদন করে।

১৬। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর আঞ্চলিক ও শাখা অফিসসমূহ ঃ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। তাছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহীতে আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কুমিল্লা, সিলেট ও নারায়ণগঞ্জে শাখা কার্যালয় রয়েছে এবং রপ্তানি সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন, যার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রধান কার্য্যালয়, ঢাকা
টিসিবি ভবন (২য়, ৫ম ও ৯ম তলা)
১,কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৮০০৮৭,৮১৮০০৯০,৮১৮০০৯৫
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১১৯৫৩১,
e-mail : info@epb.gov.bd
website : www.epb.gov.bd

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

হোল্ডিং নং-৮৪৫
বিসিক গেইট
রানীর বাজার, কুমিল্লা।
ফোন ঃ ৮৮-০৮১-৬৫০১৯
e-mail : epbcom 2@btcl.net.bd

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

মোস্তফা সেন্টার (৪র্থ তলা)
১১০২/এ, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম
ফোন ঃ ৮৮-০৩১-৭২০৯০৭,৭১২৩৬৬,
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০৩১-৭১০৫৪০
e-mail : epbctg@sns-bd.com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বখত চেম্বার, সুবহানী ঘাট
সিলেট।
ফোন ঃ ৮৮-০৮২১-৭১৬১৪৪
e-mail : epbsylhet@yahoo.com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

হাজেরা ভিলা (৪র্থ তলা)
নাটোর রোড, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৮৮-০৭২১-৭৭৪৪২০
e-mail : direpbrajbd@yahoo.com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সাত্তার টাওয়ার (৫ম তলা)
৫০, এস.এম. মালেহ রোড
টানবাজার, নারায়নগঞ্জ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৭১৬৮২১।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

চেম্বার ম্যানসন
৫, কে, ডি, এ বা/এ, খুলনা।
ফোন ঃ ৮৮-০৪১-৭২০৪৪৭, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০৪১-৭৩২১৭২
e-mail : epbkhul@btcl.net.bd

আই সি টি সেল হতে 2 MBPS Full Duplex Broad Band সংযোগ সেবা অব্যাহত আছে এবং প্রায় ১০০টি কম্পিউটারে নেটওয়ার্কিং সহ LAN সুবিধা বিদ্যমান আছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। বাণিজ্যিক তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ওয়েব সাইট একটি অত্যন্ত কার্যকরী ও উন্মুক্ত মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে রপ্তানি কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যুরোর একটি তথ্যবহুল আকর্ষণীয়, বর্ণিল ও সক্রিয় ওয়েব সাইট চলমান রয়েছে, যার ডোমেইন নেম www.epb.gov.bd। রপ্তানিকারকগণ ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ব্যুরোর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি ছাড়াও রপ্তানি নীতি, পরিসংখ্যান, বিভিন্ন পণ্য ভিত্তিক তথ্য, রপ্তানি ডাইরেক্টরী, বিভিন্ন প্রকাশনা ও বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে পারেন। ওয়েব সাইটের Trade Information Centre (TIC) নামক লিংক পেইজটি পরিদর্শনের মাধ্যমে ভিজিটরগণ রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে নানা তথ্যের বিষয়ে অবগত হতে পারেন। ওয়েব সাইটের বিজনেস কোয়ারী লিংক ব্যবহার পূর্বক রপ্তানিকারক/ আমদানীকারকগণ Online Trade Query এর মাধ্যমে পণ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৬। বস্ত্র বিভাগ

বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরী পোষাকসহ সকল প্রকার বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা বস্ত্র বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও কাস্টমস্ ইউনিয়ন কর্তৃক ঘোষিত প্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার স্কীম (জিএসপি স্কীম) এবং অন্যান্য আঞ্চলিক চুক্তির আওতায় তৈরী পোষাক ও বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানি সম্পর্কিত বিষয় সমূহ এই বিভাগ প্রতিপালনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। প্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার অধীনে বস্ত্র বিভাগ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৮টি দেশসহ জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, †ejviæk,এবং তুরস্কের জন্য সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরম-এ (জিএসপি সার্টিফিকেট) ইস্যু করা হয়। এ ছাড়া চীন ও রিপাবলিক অব কোরিয়া প্রদত্ত প্রেফারেন্সিয়াল মার্কেট এক্সেস স্কীমের আওতায় এই দুটি দেশে বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানির বিপরীতে সার্টিফিকেট অব অরিজিন ইস্যু করা হয়। এ সকল দেশে জিএসপি স্কীমের আওতায় সংশ্লিষ্ট রুলস্ অব অরিজিন শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশ থেকে ঐ সকল দেশের আমদানীকারক বস্ত্র সামগ্রী বিনা শুল্কে আমদানীর সুবিধা ভোগ করে থাকে।

এছাড়া বস্ত্র বিভাগ তৈরী পোষাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য নতুন নিবন্ধন প্রদান ও নিবন্ধন সনদ নবায়নের কার্য সম্পাদন করে।

১৬। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর আঞ্চলিক ও শাখা অফিসসমূহ ঃ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। তাছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহীতে আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কুমিল্লা, সিলেট ও নারায়ণগঞ্জে শাখা কার্যালয় রয়েছে এবং রপ্তানি সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন, যার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রধান কার্য্যালয়, ঢাকা
টিসিবি ভবন (২য়, ৫ম ও ৯ম তলা)
১,কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৮০০৮৭,৮১৮০০৯০,৮১৮০০৯৫
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১১৯৫৩১,
e-mail : info@epb.gov.bd
website : www.epb.gov.bd

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

হোল্ডিং নং-৮৪৫
বিসিক গেইট
রানীর বাজার, কুমিল্লা।
ফোন ঃ ৮৮-০৮১-৬৫০১৯
e-mail : epbcom 2@btcl.net.bd

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

মোস্তফা সেন্টার (৪র্থ তলা)
১১০২/এ, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম
ফোন ঃ ৮৮-০৩১-৭২০৯০৭,৭১২৩৬৬,
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০৩১-৭১০৫৪০
e-mail : epbctg@sns-bd.com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বখত চেম্বার, সুবহানী ঘাট
সিলেট।
ফোন ঃ ৮৮-০৮২১-৭১৬১৪৪
e-mail : epbsylhet@yahoo,com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

হাজেরা ভিলা (৪র্থ তলা)
নাটোর রোড, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৮৮-০৭২১-৭৭৪৪২০
e-mail : direpbrajbd@yahoo.com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সাত্তার টাওয়ার (৫ম তলা)
৫০, এস.এম. মালেহ রোড
টানবাজার, নারায়নগঞ্জ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৭১৬৮২১।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

চেম্বার ম্যানসন
৫, কে, ডি, এ বা/এ, খুলনা।
ফোন ঃ ৮৮-০৪১-৭২০৪৪৭, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০৪১-৭৩২১৭২
e-mail : epbkhul@btcl.net.bd

রপ্তানি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহ ঃ

রপ্তানি নির্দেশিকা
রপ্তানি নীতি
আমদানী নীতি
পণ্য ব্রোশিউরসমূহ
Harmonized Commodity Description and Coding System
Harmonized System Explanatory Notes
Exporters Directory
Importers Directory

প্রকাশনায় ঃ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
টিসিবি ভবন (২য়, ৫ম ও ৯ম তলা)
১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৮০০৮৭, ৮১৮০০৯০, ৮১৮০০৯৫
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১১৯৫৩১, ই-মেইল ঃ info@epb.gov.bd
ওয়েব সাইট ঃ www.epb.gov.bd